তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৮ .... কলাম ..... ৩......

দৈনিক ইনকিলাব

রাঃ বিঃ প্রশাসন ১৫ ছাত্রকে বহিষ্কার করতে চলেছে

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১৫ জন ছাত্রকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এসব ছাত্রের বিরুদ্ধে যে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর ৩ মাসের স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ফলে, বিষয়টি এখন রাজনৈতিক এবং আইনী লড়াইয়ে রূপ লাভ করেছে।

গত ১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর শহীদ জিয়াউর রহমান হলের ছাত্র শিবিরের জনৈক কর্মীর একটি বৈধ সীট মুজিববাদী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা দখল করে নেয়। তৎকালীন হল প্রভোস্ট বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধান করে দেন। এর পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, পুলিশ ও হল প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা শিবির কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায়, একইযোগে অন্যান্য হলেও তাণ্ডব চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একপেশে সিদ্ধান্ত নিয়ে হামলাকারী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোন ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো আক্রান্তদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ দেয়। তদন্তের নামে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম সিন্ডিকেট শৃংখলা কমিটিকে শাস্তি বিধানের নির্দেশ দেয়। এরই প্রেক্ষিতে আগামীকাল রবিবার শৃংখলা কমিটি এক সভায় মিলিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, অভিযুক্ত ছাত্রদের গত ২১ এপ্রিলের মধ্যে লিখিত আকারে

৩ এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

রাঃবিঃ ১৫ ছাত্রকে বহিষ্কার করবে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শো কজের জবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও শৃংখলা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করতে বলা হয়েছিলো। ছাত্ররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দেয়ার পরই তড়িঘড়ি করে শৃংখলা কমিটির এই সভা আহবান করা হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ক্যাম্পাসে সরকার বিরোধী আন্দোলন নস্যাৎ এবং এই সংগঠনটিকে দুর্বল করার হীন মানসেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের বহিষ্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে বলে ক্যাম্পাসে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। এদিকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এসব ছাত্রের বিরুদ্ধে যে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগামীকাল এক সভায় মিলিত হচ্ছে। এর ফলে তারা কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর কোরবান আলী বলেন, প্রশাসন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্রদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আদালতের নির্দেশকেই অবমাননা করছে। আওয়ামীপন্থী একজন হল প্রভোস্ট নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন ঘটনার সৃষ্টি হয়নি যে, তার জন্য ছাত্রদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দেখা ২০ বছরে অনেক সংঘর্ষ এমনকি হত্যার মত ঘটনারও কোন বিচার হয়নি। অনেক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি, আর ১৬ নভেম্বরের ঘটনা তো সামান্যই ছিল। এর জন্য প্রশাসনকে এত ঢাকঢোল পিটানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তার ওপর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালত কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশও দিয়েছেন। তাই এরপর কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে আদালত অবমাননার শামিল। এ নিয়ে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি হেলাল উদ্দিন আশা ব্যক্ত করে বলেন, প্রশাসন আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করবেন।